বুধন চৌধুরী ও অন্যরা

বনাম

বিহার রাজ্য

[প্রধান বিচারপতি - মেহর চাঁদ মহাজন, বিচারপতিগণ - মুখার্জি,

এস. আর. দাস, ভিভিয়ান বোস, ভগবতী, জগন্নাধাদাস

এবং ভেঙ্কটরামা আয়ার]

ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৪-ফৌজদারি কার্যবিধি (১৮৯৮ সালের আইন V), ধারা ৩০-সংবিধানের "আল্ট্রা ভাইরেজ" কিনা- ধারা ১৪-যুক্তিযুক্ত শ্রেণীবিভাগ-নিষিদ্ধ নয়-অনুমতিযোগ্য শ্রেণীবিভাগের পরীক্ষা-প্রয়োজনীয় শর্ত-সংবিধান আদালত বা রাষ্ট্রের নির্বাহী সংস্থাগুলির ভুল পদক্ষেপ থেকে সিদ্ধান্তের সর্বসম্মতি বা অনাক্রম্যতা নিশ্চিত করে।

এটা ভালভাবে মীমাংসা করা হয়েছে যে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ শ্রেণী আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ করলেও, এটি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ নিষিদ্ধ করে না। যাইহোক, অনুমতিযোগ্য শ্রেণীবিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে, যথা,

(i) শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই একটি বোধগম্য পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যা ব্যক্তি বা জিনিসগুলিকে আলাদা করে যেগুলিকে গোষ্ঠীর বাইরে থাকা অন্যদের থেকে একত্রিত করা হয়; এবং,

(ii) সেই পার্থক্যের অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে যা প্রশ্নে সংবিধি দ্বারা অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে। শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; যথা ভৌগলিক, বা বস্তু বা পেশা বা মত অনুযায়ী। যা প্রয়োজন তা হল শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি এবং বিবেচনাধীন আইনের বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক থাকতে হবে। আরও অনুচ্ছেদ ১৪ বৈষম্যের নিন্দা করে শুধুমাত্র একটি মৌলিক আইন দ্বারা নয়, একটি পদ্ধতির আইন দ্বারাও।

সংবিধান সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বা নিছক ভ্রান্ত পদক্ষেপ থেকে অনাক্রম্যতা নিশ্চিত করে না, তা আদালত বা রাষ্ট্রের নির্বাহী সংস্থার দ্বারাই হোক না কেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৩০ ধারা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত করা মৌলিক অধিকার লঙঘন করে না।

চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ([১৯৫০] এস.সি.আর.৮৬৯), বোম্বে রাজ্য বনাম এফ. এন. বালসারা ([১৯৫১] এস.সি.আর. ৬৮২), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলী সরকার ([১৯৫২] এস.সি.আর. ২৮৪) ,কাথি রানিং রাওয়াত বনাম সৌরাষ্ট্র রাজ্য ([১৯৫২] এস.সি.আর. ৪৩৫), লছমান্দাস কেওয়ালরাম আহুজা বনাম বোম্বে রাজ্য ([১৯৫২] এস.সি.আর.৭১০), কাসিম রাজভি বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ৫) ,হাবীব মোহাম্মদ বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য ([১৯৫৩] এস.সি.আর. ৬৬১), পাঞ্জাব রাজ্য বনাম আজাইব সিং ([১৯৫৩] S.C.R. ২৫৪), ইয়িক ওয় বনাম পিটার হপকিন্স ([১৮৮৬] ১১৮ ইউ.এস. ৩৫৬; ২৯ এল. এড. ২২০), এবং স্নোডেন বনাম হিউজ ([১৯৪৪] ৩২১ ইউ.এস. ১; ৮৮ এল. এড. ৪৯৭), উল্লেখ করা হয়েছে।

·ফৌজদারি আপিল ফৌজদারি বিচার বিভাগ: ১৯৫৩ সালের আপিল নং ৮৩।

১৯৫১ সালের ফৌজদারি আপীল নং ৪১০-এ পাটনার হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের ২৫শে আগস্ট ১৯৫৩ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে ভারতের সংবিধানের ১৩২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে আপিল।

আপিলকারীদের পক্ষে বি.কে. শরণ এবং এম.এম. সিনহা।

এম.সি. সেটালভাদ, ভারতের জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল (আর. সি. প্রসাদ, তার সাথে) উত্তরদাতার পক্ষে।

১৯৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর। আদালতের রায় প্রদান করা হয়

বিচারপতি দাস - এটি পাটনার হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের একটি রায় থেকে একটি আপীল যা ভারতের সংবিধানের ব্যাখ্যা হিসাবে আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে।

বিহার রাজ্যের হাজারীবাগ জেলায় অনুষ্ঠিত একটি ফৌজদারি বিচার থেকে এই আপিলের উদ্ভব হয়েছে। আপীলকারীদের বিরুদ্ধে মামলাটি স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করে এবং ৪ঠা জুন, ১৯৫১-এ সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটি চালান জমা দেওয়া হয়। সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট আদেশপত্রে নিম্নলিখিত আদেশ দিয়েছেন:-

"রেকর্ডটি বিচারের জন্য এসপিএল ম্যাজিস্ট্রেটের ফাইলে স্থানান্তর করার জন্য উপ-কমিশনার, হাজারীবাগের কাছে পাঠানো হোক"।

জেলা প্রশাসকের সামনে থাকা রেকর্ডে, পরবর্তীতে নিম্নলিখিত আদেশ দেওয়া হয়: -

"অধ্যয়ন করা এস.ডি.ও-এর অর্ডার-শীট। নিষ্পত্তির পক্ষে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩০ এর অধীনে ক্ষমতা সহ জনাব এস.এফ. আজম, ম্যাগটে. এর ফাইলে প্রত্যাহার এবং স্থানান্তর করা হয়েছে"। আপিলকারীদের তখন মিঃ এস.এফ. আজম দ্বারা বিচার করা হয়েছিল, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ এবং ১৪৩ ধারার অভিযোগে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩০ ধারার অধীনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং তাদের প্রত্যেককে উভয় ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং ৩৬৬ ধারার অধীনে পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল, ভারতীয় দান্ডবিধির

ধারা ১৪৩ এর অধীনে কোন পৃথক বাক্য পাস করা হয়নি।

আপীলকারীরা পাটনার হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারে আপিল করতে পছন্দ করেন। এস.কে. দাস এবং সি.পি. সিনহা, জেজে সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে আপিলের শুনানি হয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩০ ধারার সাংবিধানিকতা নিয়ে দুই বিজ্ঞ বিচারকের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। বিচারপতি এস. কে. দাস, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন যে অভিযুক্ত অনুচ্ছেদটি একই রকম পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো বৈষম্য বা বৈষম্য নিয়ে আসেনি এবং এর ফলে সংবিধানের সমান সুরক্ষা ধারাকে বিক্ষুব্ধ করেনি, যখন বিচারপতি সি.পি. সিনহা, মত ছিল যে ধারাটি ১৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল। এরপরে আপিলটি প্রধান বিচারপতি রুবেন, এর সামনে রাখা হয়েছিল, যিনি এস.কে. দাস, জে. এর সাথে একমত হয়ে বলেছিলেন যে ধারা ৩০ অনুচ্ছেদ ১৪-এর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেনি। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি দোষী সাব্যস্ত করেছেন কিন্তু হ্রাস করেছেন বাক্যটি। আপিলকারীদের আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট তাদের ১৩২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি সার্টিফিকেট মঞ্জুর করেছেন এবং সেই অনুযায়ী বর্তমান আপিল দায়ের করা হয়েছে।

১১-৮৯ এস.সি. ভারত/৫৯

আপিলের সমর্থনে হাজির হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের সামনে যুক্তি দেন, যেমনটি হাইকোর্টের আগে করা হয়েছিল, ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে আপীলকারীদের গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক অধিকারগুলির লঙ্ঘন হয়েছে। অভিযোগটি হল যে আপিলকারীদের বিচার ৩০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা করা হয়েছিল, দায়রা আদালতে নয়। একটি ধারা ৩০ ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তার সামনে আনা মামলাটি বিচার করার জন্য সেই ধারা দ্বারা আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বর্তমান মামলার মতো ক্ষেত্রে তিনি ওয়ারেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করবেন যা সেশন আদালতের অনুসরণ পদ্ধতি থেকে আলাদা। অভিযোগের সারমর্ম হল যে দায়রা জজের সামনে একটি বিচার অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনক যে তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রতিশ্রুতিমূলক কার্যক্রমের সুবিধা পান এবং তারপর জুরি বা মূল্যায়নকারীদের সহায়তায় দায়রা বিচারকের সামনে একটি বিচারের সুবিধা পান। আমাদের সামনে এটি গুরুত্ব সহকারে প্রশ্ন করা হয়নি যে ৩০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেট যা দিতে পারেন তার চেয়ে ভারী শাস্তি আরোপের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারের চেয়ে দায়রা বিচারকের দ্বারা বিচার আসামির পক্ষে বেশি সুবিধাজনক ওয়ারেন্ট পদ্ধতির অধীনে। তাই আমাদের দেখতে হবে এই

দৃশ্যমান বৈষম্য আমাদের সংবিধানের সমান সুরক্ষা ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করে কিনা।

সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি এই আদালতের সামনে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোচনার জন্য এসেছে, যথা, চিরঞ্জিত লাল চৌধুরী বনাম দ্য ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া[১], বোম্বে রাজ্য বনাম এফ. এন. বালসারা[২], পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলি সরকার [৩], কাঠি রানিং রাওয়াত বনাম সাউরাষ্ট্র রাজ্য[৪], লছমানদাস কেওয়ালরাম আহুজা বনাম বোম্বে রাজ্য [৫] এবং কাসিম রাজভি বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য [৬] এবং হাবীব মোহাম্মদ বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য [৭]। অতএব, অনুচ্ছেদটির অর্থ, পরিধি এবং প্রভাব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। এটি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে অনুচ্ছেদ ১৪ যদিও শ্রেণী আইনকে নিষিদ্ধ করে, এটি আইনের উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ নিষিদ্ধ করে না। যাইহোক, অনুমতিযোগ্য শ্রেণীবিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে, যথা, (i) শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই একটি বোধগম্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যা ব্যক্তি বা জিনিসগুলিকে আলাদা করে যা গোষ্ঠীর বাইরে থাকা অন্যদের থেকে আলাদা করে এবং (ii) সেই পার্থক্যের অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে যা প্রশ্নে সংবিধি দ্বারা অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে৷ শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; যথা, ভৌগোলিক, বা বস্তু বা পেশা বা মত অনুযায়ী। যা প্রয়োজন তা হল শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি এবং বিবেচনাধীন আইনের বস্তুর মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকতে হবে। এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত যে অনুচ্ছেদ ১৪ শুধুমাত্র একটি মৌলিক আইন দ্বারা নয় কিন্তু একটি পদ্ধতির আইন দ্বারাও বৈষম্যের নিন্দা করে৷ আপীলকারীদের বিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এখন যে বিবাদটি পেশ করা হয়েছে, তাই এই আদালতের সিদ্ধান্তে বর্ণিত নীতির আলোকে পরীক্ষা করা উচিত।

ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত চারটির কম বিচারের পদ্ধতি নেই, যথা, (i) দায়রা মামলার বিচার, (ii) ওয়ারেন্ট মামলার বিচার, (iii) সংক্ষিপ্ত বিচার এবং

(১) [১৯৫০] এস.সি.আর. ৮৬৯। (২) [১৯৫১] এস.সি.আর. ৬৮২।

(৩)[১৯৫৮] এস.সি.আর. ২৮৪। (৪) [১৯৫২] এস.সি.আর. ৪৩৫।

(৫) [১৯৫২] এস.সি.আর. ৭১০। (৬) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ৫৮১।

(৭) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ৬৬১।

(iv) উচ্চ আদালতের সামনে বিচার এবং একটি দায়রা আদালত এবং এই প্রতিটি বিচারের পদ্ধতি ভিন্ন। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২৮ যা তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায় যা "আদালতের ক্ষমতা" নিয়ে আলোচনা করে নিম্নরূপ:-

"২৮. এই কোডের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে যে কোনো অপরাধের বিচার করা যেতে পারে-

(ক) হাইকোর্ট দ্বারা, বা

(খ) দায়রা আদালত দ্বারা, বা

(গ) অন্য কোন আদালত দ্বারা যার দ্বারা এই ধরনের অপরাধ বিচারযোগ্য হওয়ার জন্য দ্বিতীয় তফসিলের অষ্টম কলামে দেখানো হয়েছে"।

ধারা ৩০, যেমনটি এখন দাঁড়িয়েছে, প্রদান করে:---

"৩০. আসাম, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, ওধ, মধ্য ভারত, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, পাতিয়ালা এবং পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন এবং রাজস্থানে, সমস্ত অংশ গ রাজ্যে এবং অন্যান্য রাজ্যের সেই অংশগুলিতে যেখানে ডেপুটি কমিশনার বা সহকারী রয়েছে কমিশনাররা রাজ্য সরকার, ধারা ২৮ বা ধারা ২৯-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর যে কোনও ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিচার করার ক্ষমতা দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়"।

ধারা ৩৪ নিম্নোক্ত শর্তে একটি ধারা ৩০ ম্যাজিস্ট্রেটের শাস্তির ক্ষমতার একটি সীমা রাখে: -

"৩৪. ধারা ৩০ এর অধীনে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত, সাত বছরের বেশি মেয়াদের জন্য বা সাত বছরের বেশি মেয়াদের কারাদণ্ড ব্যতীত আইন দ্বারা অনুমোদিত যেকোন সাজা দিতে পারে"।

এটি লক্ষ্য করা হবে যে ধারা ২৮ "এই কোডের অন্যান্য বিধানের সাপেক্ষে" ধারা দিয়ে শুরু হয়। এর অর্থ হল যে ধারা এবং দ্বিতীয় তফসিলটিতে উল্লিখিত ধারা ৩০ এর বিধানগুলি সহ কোডের অন্যান্য বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আরও, ৩০ ধারার পাঠ্যটি নিজেই স্পষ্টভাবে বলে যে এর বিধানগুলি "অনুচ্ছেদে থাকা কিছু সত্ত্বেও কাজ করবে" ২৮ বা ধারা ২৯"। অতএব, ধারা ২৮ এবং দ্বিতীয় তফসিলের বিধানগুলি অবশ্যই ৩০ ধারার বিধানগুলিকে পথ দিতে হবে। তবে, এটি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা দাবি করা

হয়নি যে ধারা ৩০ ধারা ২৮ এবং দ্বিতীয় তফসিলের বিধানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল বা ওভাররাইড করে৷ এই অর্থে যে নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে ধারা ৩০ এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটরা একমাত্র ট্রাইব্যুনাল হয়ে সমস্ত অপরাধের বিচার করতে সক্ষম হন যা মৃত্যুদন্ডে দণ্ডনীয় নয়। যদি সেই অবস্থান থাকত, তাহলে বৈষম্যের প্রশ্নই উঠতে পারত না, কেননা, সেক্ষেত্রে ৩০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতই একমাত্র আদালত হবে যেখানে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য নয় এমন সব অপরাধ বিচারযোগ্য হবে। ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, এই চরম দাবি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা করা হয়নি। ধারা ৩০ এর অধীনে ক্ষমতা সহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর যে কোনও ম্যাজিস্ট্রেটকে রাজ্য সরকারের বিনিয়োগের প্রভাব হল একটি অতিরিক্ত আদালত গঠন করা যেখানে মৃত্যুদণ্ডের সাথে দণ্ডনীয় নয় এমন সমস্ত অপরাধ বিচারযোগ্য হয়ে ওঠে। অন্য কথায়, ধারা ৩০-এর অধীনে রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব প্রয়োগের প্রভাব হল, দ্বিতীয় তফসিলের ৮ম কলামে ম্যাজিস্ট্রেটকে এমনভাবে ক্ষমতা দেওয়া আদালত হিসাবে যোগ করা যার সামনে সমস্ত অপরাধ মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য নয়। এছাড়াও বিচারযোগ্য হতে প্রশ্ন হল এই ফলাফল আইনের সামনে কোন অসমতা এনেছে এবং অনুচ্ছেদ ১৪-এর গ্যারান্টির বিরুদ্ধে গিয়েছে কিনা।

ধারা ৩০, যাইহোক, কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় রাজ্য সরকারকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর যে কোনও ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য নয় এমন সমস্ত অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা দিয়ে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা দেয়। একটি সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে এই ধারাটি রয়েছে, যথা, এই ধরনের ক্ষমতা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের দেওয়া যেতে পারে এবং শুধুমাত্র কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে, যথা, মৃত্যুদন্ড ব্যতীত অন্য সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে। আইনসভা তার নিজস্ব জনগণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে এবং সঠিকভাবে উপলব্ধি করে যা স্থানভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। ইতিমধ্যেই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, একটি শ্রেণীবিভাগ ভৌগলিক বা আঞ্চলিক বিবেচনার ভিত্তিতে হতে পারে। এই ধরনের আঞ্চলিক শ্রেণীবিভাগের একটি উদাহরণ অপহৃত ব্যক্তি (পুনরুদ্ধার এবং পুনরুদ্ধার) আইন, ১৯৪৯-এ পাওয়া যায় যা এই আদালতের সামনে আলোচনার জন্য এসেছিল এবং পাঞ্জাব রাজ্য বনাম আজাইব সিং (১) এ বৈধ হিসাবে বহাল ছিল। বিচারপতি এস. কে. দাস, এবং বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি তাদের নিজ নিজ রায়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উল্লেখ করেছেন, যেমন ঘটনার স্থান এবং সদর দপ্তরের মধ্যে দূরত্ব

(১) [১৯৫৩] এস.সি.আর. ২৫৪।

দায়রা আদালত যথেষ্ট ব্যবধানে কাজ করে, অভ্যন্তর থেকে সাক্ষী আনার অসুবিধা, পশ্চাৎপদ বা বাইরে খুঁজে পেতে অসুবিধা বা মূল্যায়নকারী হিসাবে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তিদের স্থান দেয়, যা এই শ্রেণীবিভাগকে তৈরি করে বেশ যুক্তিসঙ্গত: এই অর্থে, বিভাগটি নিজে থেকে যাই হোক না কেন কোনো বৈষম্য আনে না। ধারাটি শুধুমাত্র অনুমোদন করে। রাজ্য সরকারকে কিছু নির্দিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা দিয়ে সমস্ত অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা দিয়ে যা মৃত্যুদন্ডে দণ্ডনীয় নয় এবং এই কর্তৃত্ব রাজ্য: শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যবহার করতে পারে। রাষ্ট্র যদি ধারা ৩০-এর অধীনে ক্ষমতা সহ কোনও ম্যাজিস্ট্রেটকে বিনিয়োগ করে যে কোনও ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় নয় এবং ধারা ২৮ এর অধীন দায়রা আদালতের দ্বারা বিচারযোগ্য এবং দ্বিতীয় তফসিল সহ পড়া ধারা ৩০ এর অধীনে বিচারযোগ্য অপরাধ করে সেও ধারা ৩০ দ্বারা বিচারের দায়বদ্ধ। এই ধরনের দায়বদ্ধতার ঝুঁকি এই ধরনের অপরাধ করা সমস্ত ব্যক্তির উপর সমানভাবে পড়ে। তাই ধারাতে কোনো বৈষম্য নেই।

আপীলকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী, তবে, ইক ওয় বনাম পিটার হপকিন্স (১) তে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের শক্তিতে দাবি করেছেন যে "যদিও একটি আইন। তার মুখে ন্যায্য এবং কার্যকরী নিরপেক্ষ, তবুও , যদি এটি একটি মন্দ দৃষ্টি এবং একটি অসম হাত দিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হয় যাতে কার্যতঃ একই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিদের মধ্যে তাদের অধিকারের বস্তুগতভাবে অবৈধ বৈষম্য করা যায়, তবে সমান ন্যায়বিচার অস্বীকার করা এখনও সংবিধানের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে"। বিবাদ। যদিও ধারাটি নিজেই বৈষম্যমূলক নাও হতে পারে, তবে এটি একই ধরণের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য আনতে অপব্যবহার করতে পারে, কারণ পুলিশ ধারা ৩৬৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৩০ ধারায় পাঠাতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ একই ধারায় অপরাধের জন্য অভিযুক্ত অন্য ব্যক্তিকে পাঠাতে পারে। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যিনি অভিযুক্তকে দায়রা আদালতে পাঠাতে পারেন। এই বিতর্কটি ঘনিষ্ঠভাবে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন।

৩৬৬ ধারায় মামলা হলে ভারতীয় দণ্ডবিধি

(১) [১৮৮৬] ১১৮ ইউ.এস. ৩৫৬; ২৯ এল. এড. ২২০।

যা দ্বিতীয় তফসিলের অধীনে দায়রা আদালতের দ্বারা বিচারযোগ্য একটি মামলা, একটি ধারা ৩০ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উত্থাপিত হয়, ধারা ৩০ ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই মামলাটি বিচার করতে বাধ্য নন। ধারা ৩৪ শাস্তির বিষয়ে ধারা ৩০ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সীমিত করে। যদি ৩০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমাণ করার পরে এবং অভিযোগ গঠনের আগে মনে করেন যে মামলার বাস্তবতা এবং পরিস্থিতিতে তিনি যে সর্বোচ্চ সাজা দিতে পারেন তা বিচারের শেষ হবে না, তিনি নিজেই মামলা নিষ্পত্তি করার পরিবর্তে কাজ করতে পারেন। ৩৪৭ ধারার অধীনে এবং অভিযুক্তকে দায়রা আদালতে প্রেরণ করুন। এখানে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার ৩০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা করা হবে কিনা, বা দায়রা আদালতের দ্বারা নির্ণয় করা হয়েছে নির্বাহী দ্বারা নয় তবে ৩০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই বিচারিকভাবে প্রয়োগ করা বিচক্ষণতা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ধারা ৩৬৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত অন্য ব্যক্তির মামলা নিন যা পুলিশ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করে যাকে ধারা ৩০ এর অধীনে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট চালান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করার পরে, যদি তিনি মনে করেন যে শেষ পর্যন্ত এ মামলার বিচার হলে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে ধারা ৩০ ম্যাজিস্ট্রেট, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫২৮ ধারার অধীনে পরবর্তীটি নেওয়া উপযুক্ত মনে করতে পারে এমন পদক্ষেপের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার নিজস্ব সুপারিশ সহ মামলাটি জমা দিন। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। অন্যদিকে, তিনি ২০৮ ধারার অধীনে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন এবং সাক্ষ্য গ্রহণের পরে, তিনি ২০৯ ধারা বা ২১০ ধারার অধীনে অগ্রসর হবেন কিনা তা বিচারিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিচারের শেষের প্রমাণের জন্য প্রয়োজন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দায়রা আদালতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তিনি অভিযোগ গঠনের জন্য এগিয়ে যাবেন এবং ২১০ থেকে ২১৩ ধারার বিধান অনুসরণ করবেন। তবে, ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন মামলার তথ্য যে বিচারের শেষ যথেষ্ট হবে যদি অভিযুক্তের বিচার করা হয় ৩০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা বিচার করা হয় যার এখতিয়ার রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট করতে পারেন এবং পরবর্তী ব্যক্তি তার বিবেচনার ভিত্তিতে মামলাটি প্রত্যাহার করতে পারেন। এর ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫২৮

নিজের কাছে এবং নিজে এই ধরনের মামলার তদন্ত বা চেষ্টা করতে পারে বা তদন্ত বা বিচারের জন্য এটি চেষ্টা করার জন্য উপযুক্ত অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচারিক বিচক্ষণতার অনুশীলন রয়েছে দুটি পর্যায়ে, যথা, ধারা ২০৯ এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট যার সামনে অভিযুক্তকে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং এছাড়াও ফৌজদারি কার্যবিধির ৫২৮ ধারার অধীনে কাজ করা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে ৩৬৬ ধারার অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দায়রা আদালত বা ৩০ ধারার ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচার করা উচিত কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেবল পুলিশ বা নির্বাহী সরকারের বাতিক বা বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে না বরং শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে। সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারিক বিচক্ষণতার যথাযথ অনুশীলনের উপর। এটি প্রস্তাব করা হয় যে আইনসভা বা নির্বাহী বিভাগ বা এমনকি বিচার বিভাগ দ্বারা বৈষম্য আনা হতে পারে এবং অনুচ্ছেদ ১৪-এর নিষেধাজ্ঞা রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য প্রসারিত হয় যা সমান সমর্থনকে অস্বীকার করে। তা রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের যে কারোরই হোক না কেন আইনের ধারনা। তবে, এটা মনে রাখতে হবে যে, ফ্রাঙ্কফুর্টারের ভাষায়, স্নোডেন বনাম হিউজেস ([১]), "সংবিধান সিদ্ধান্তের অভিন্নতা বা নিছক ভ্রান্ত পদক্ষেপ থেকে অনাক্রম্যতা নিশ্চিত করে না, তা আদালত দ্বারা হোক বা একটি রাষ্ট্রের নির্বাহী সংস্থা"। বিচারিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই প্রতিটি নির্দিষ্ট মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এবং যা উপরিভাগে আইনের অসম প্রয়োগ বলে মনে হতে পারে তা অবশ্যই আইনের সমান সুরক্ষা অস্বীকার করার পরিমাণ হতে পারে না যদি না এতে উপস্থিত দেখানো হয়। ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্যমূলক বৈষম্যের একটি উপাদান। (দেখুন পার প্রধাকন বিচারপতি স্টোন, স্নোডেন বনাম হিউজেস (সুপ্রা)-এ। এটি একবারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমান ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন কোনও পরামর্শ নেই যে কোন পর্যায়ে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ধারা ৩০ ম্যাজিস্ট্রেট যারা প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্তের বিচার করেছেন তাদের বিরুদ্ধে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যমূলক বৈষম্য করা হয়েছে। অধিকন্তু, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিচক্ষণতা স্বেচ্ছাচারী নয় এবং আইন দ্বারা সংশোধনের বিধান রয়েছে

(১) (১৯৪৪) ৩২১ এউ.এস. ১; ৮৮ এল. এড. ৪৯৭।

অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উচ্চতর আদালত। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালগুলির দ্বারা কোনও কৌতুকপূর্ণ বৈষম্যকে ধরার জন্য খুব কমই কোনও ভিত্তি রয়েছে।

এই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদেরকে বিচারপতি এস. আর. দাস এবং প্রধান বিচারপতি মহাজন এর সাথে একমত পোষণ করি এবং মনে করি যে অনুচ্ছেদ ১৪-এর অধীনে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের কোনো মামলা করা হয়নি। পরিস্থিতিতে, আমরা এই আপিল খারিজ।

আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।